

ফাতওয়া নাম্বার: ২৩২

প্রকাশকাল: ২৫-০১-২০২২ ইং

শত্রুকে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে হত্যা করার হুকুম কী?

প্রশ্ন:

সহীহ বুখারীর ২৮৫৩ নং হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের আগুনে পুড়িয়ে কাউকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। এখন প্রশ্ন হলো, বর্তমানে কাফিরদের সাথে সশস্ত্র জিহাদে যে সকল অস্ত্র ব্যবহার করা হয়, তার অধিকাংশই বিস্ফোরক আগ্নেয়াস্ত্র। এসকল অস্ত্র ব্যবহার করার শরয়ী হুকুম কী? কুরআন সুন্নাহর আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

প্রশ্নকারী- মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ

প্রশ্ন:

আমরা জানি, কাউকে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেওয়া একমাত্র আল্লাহ তাআলার অধিকার। অন্য কেউ পারে না। এখন জানার বিষয় হল, বর্তমানে যে জিহাদে বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়, তার বিধান কী?

প্রশ্নকারী- আহমাদ

উত্তর:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সহীহ বুখারীসহ হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে একটি হাদীস এসেছে, যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে নিষেধ করেছেন।

সহীহ বুখারীর কিতাবুল জিহাদে ইমাম বুখারী রহ. একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন,

الله يعذب يعذاب الله (অধ্যায়: আল্লাহর শাস্তি দ্বারা শাস্তি প্রদান করা যাবে না।)

এ শিরোনামের অধীনে তিনি নিম্নোক্ত দু' টি হাদীস বর্ণনা করেছেন,

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعث فقال (إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار). ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم حين أردنا الخروج: (إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما). -صحيح البخاري (3/ 1098)، رقم الحديث: 2853، ط. دار ابن كثير ، اليمامة - بيروت

“আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এক অভিযানে প্রেরণের সময় (নির্দেশনা দিয়ে) বললেন, তোমরা অমুক অমুককে পেলে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেবে। এরপর আমরা বের হতে গেলে তিনি বললেন, আমি অমুক অমুককে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়া সমীচীন নয়। অতএব, তোমরা তাদেরকে পেলে হত্যা করবে (পোড়াবে না)।” -সহীহ বুখারী: ২৮৫৩

দ্বিতীয় হাদীসটি হচ্ছে,

أن عليا رضي الله عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال (لا تعذبوا بعذاب الله) . ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه و سلم (من بدل دينه فاقتلوه) - صحيح البخاري (3/ 1098) ، رقم الحديث: 2854، ط. دار ابن كثير ، اليمامة - بيروت

“আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কিছু লোককে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বলেন, আমি হলে আগুনে পোড়াতাম না। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আল্লাহর শাস্তির

অনুরূপ শাস্তি দিও না। তবে আমি তাদের (না পুড়িয়ে) হত্যা করে ফেলাতাম। কারণ, রাসূল বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের দ্বীন (ইসলাম) পরিবর্তন করে, তোমরা তাকে হত্যা করে ফেল।” -সহিহ বুখারি: ২৮৫৪

তবে এ হাদিসগুলোর প্রয়োগক্ষেত্র ভিন্ন। মুহাদ্দিসীনে কেলাম বলেছেন, হাদীসটি সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরং এই নিষেধাজ্ঞা শুধু ‘মাকদূর আলাইহি’ তথা বন্দী কাফেরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে আমার নিয়ন্ত্রণে আছে এবং তাকে যে কোনো উপায়ে হত্যা করার সুযোগ ও সক্ষমতা আছে। এমন ব্যক্তিকে শুধু আগুনই নয়; বরং হত্যার প্রত্যেক এমন উপায় অবলম্বন করতেই বারণ করা হয়েছে, যাতে অপ্রয়োজনে তাকে অতিরিক্ত কষ্ট দিতে হয়। -সহিহ মুসলিম: ৬/৭২, হাদীস নং ৫১৬৭; সুনানু আবি দাউদ: ৪/৩০০, হাদীস নং ২৬৬৬^১

ইমাম বায়হাকি রহ. (৪৫৮ হি.) উপরোক্ত দুটি হাদীসের শিরোনাম দিয়েছেন,

باب المنع من إحراق المشركين بالنار بعد الإِسار. -سنن البيهقي لأبو بكر البيهقي (2/ 176)، ط. مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة

حيدر آباد

¹ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْفَظُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَاتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَكَيْفَ أَخَذْتُمْ شَفْرَتَهُ فَبُيِّرْ ذَبِيحَتَهُ ». -صحيح مسلم للنيسابوري (6/ 72)، الرقم: 5167

عن علقمة عن عبد الله، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةَ أَهْلِ الْإِيمَانِ". -سنن أبي داود ت الأرثووط (4/ 300)، الرقم: 2666 قال المحققون: إسناده حسن.

“বন্দী করার পর মুশরিকদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারার নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক অধ্যায়।” -সুনানে কুবরা, বায়হাকি: ২/১৭৬

এরপর এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করে বলেন,

وأما حديث أسامة بن زيد حيث أمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يحرق على أبي، وما روى في نصب المنحنيق على الطائف: فغير مخالف لما قلنا؛ إنما هو في قتال المشركين ما كانوا ممتنعين، وما روى من النهي في المشركين إذا كانوا مأسورين. -سنن البيهقي لأبو بكر البيهقي (2/180)، ط. مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد

“উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুহু হাদিস, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (ফিলিস্তিনের) উবনা এলাকায় অগ্নি সংযোগের নির্দেশ দিয়েছেন, এমনিভাবে তায়েফবাসীর বিরুদ্ধে মানজানিক স্থাপন সংক্রান্ত হাদিসগুলো আমাদের বক্তব্যের বিপরীত নয়। ‘মুমতানি’ তথা প্রতিরক্ষা শক্তির অধিকারী মুশরিকদের বিরুদ্ধে সংঘটিত লড়াই হচ্ছে (অগ্নিকাণ্ড চালানোর) এই হাদিসগুলোর প্রয়োগক্ষেত্র। পক্ষান্তরে যেসকল হাদীসে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, সেগুলোর প্রয়োগক্ষেত্র হচ্ছে, যখন মুশরিকরা বন্দী হয়ে আমাদের হাতে ধরা পড়ে।” -সুনানে বায়হাকি ২/১৮০

উল্লেখ্য, ‘মানজানিক’ হচ্ছে তখনকার যামানার ক্ষেপণাস্ত্র জাতীয় একটি যুদ্ধাস্ত্র, যেটি দিয়ে বড় বড় পাথর ও অগ্নি নিক্ষেপ করে দুর্গ ও নগরপ্রাচীর ধ্বংস করা হতো।^২ -তাজুল আরুস ২৫/১৩২;

^২ الْمُنْحَنِيقُ بِالْفَتْحِ وَيُكْسَرُ الْمِيمُ أَي مَعَ فَتْحِ الْجِيمِ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: آلَةٌ تَرْمَى بِهَا الْحِجَارَةُ أَي عَلَى الْعَدُوِّ، وَذَلِكَ بَأَنْ تَشُدَّ سَوَارٌ مُرْتَفِعَةً جِدًّا مِنَ الْخَشَبِ، يَوْضَعُ عَلَيْهَا مَا يُرَادُ رَمْيَهُ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِسَارِيَةٍ تُوصَلُهُ لِمَكَانٍ بَعِيدٍ جِدًّا، وَهِيَ آلَةٌ قَدِيمَةٌ قَبْلَ وَضْعِ التَّصَارَى الْبَارُودِ وَالْمِدْفَاعِ، قَالَهُ شَيْخُنَا. -تاج العروس (132/25)

আননাহরুল ফায়িক ৩/২০৩, কিতাবুল জিহাদ; রদদুল মুহতার ৪/১২৯, কিতাবুল জিহাদ

পক্ষান্তরে যে কাফেররা আমার হাতে বন্দী নয় এবং আমার নিয়ন্ত্রণে নেই, যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের হত্যা করার জন্য বিস্ফোরক ও আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার; এমনকি অগ্নি সংযোগ এবং এ জাতীয় যে কোনো ব্যাপক বিধবংসী কার্যক্রম সবই জায়েয এবং কাম্যা। খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল ও নির্দেশনায় সাহাবায়ে কেবালের যামানা থেকে আজ পর্যন্ত জিহাদ এভাবেই চলে এসেছে।

সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে এসেছে,

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع³ وهي البويرة، فنزلت { ما قطعتم من لينة أو

(المنحنيق) آله قديمة من آلات الحصار كانت ترمى بما حجارة ثقيلة على الأسوار فتحدهما (مؤثفة) (مع). - المعجم الوسيط (2/ 855)

وإنما ينصب المنحنيق لتخريب الأبنية. - المسبوط للسرخسي (26/ 123)

(ونحارهم ينصب المنحنيق) على حصونهم لأنه عليه الصلاة والسلام (نصبها على الطائف) رواه الترمذي (وحرقهم) أراد حرق دورهم وأمتعتهم قاله العيني، والظاهر أن المراد حرق ذاتهم بالمنحنيق. وإذا جازت محاربتهم بحرقهم فمالهم أولى لأنه عليه الصلاة والسلام أحرق نخل بني النضير وقطعة وهي البويرة. - النهر الفائق شرح كنز الدقائق (3/ 203)

(قوله ينصب المنحنيق) أي على حصونهم؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - نصبها على الطائف رواه الترمذي فخر، وهو جمع منحنيق يفتح الميم عند الأكثر وإسكان النون الأولى وكسر الثانية فارسية معربة تذكر وتأتيها أحسن وهي آلة ترمى بها الحجارة الكبار قلت: وقد تركت اليوم للاستغناء عنها بالمدافع الحادثة (قوله وحرقهم) أراد حرق دورهم وأمتعتهم قاله العيني: والظاهر أن المراد حرق ذاتهم بالمنحنيق وإذا جازت محاربتهم بحرقهم فمالهم أولى فخر، وقوله: بالمنحنيق أي برمي النار بما عليهم. - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المختار) (4/ 129)

³تحفة الأحوذی (5/ 132)

قوله (حرق) بنشديد الراء (نخل بني النضير وقطع) أي أمر بتحريق نخلهم وقطعها.

تركتموها قائمة على أصولها فيأذن الله { . - صحيح البخاري (4/1479)، الرقم: 3807، ط. دار ابن كثير، اليمامة - بيروت

“আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুওয়াইরা নামক স্থানে (ইয়াহুদি গোত্র) বনু নাজিরের (উপর অবরোধ আরোপ করার পর তাদের শক্তি খর্ব করার উদ্দেশ্যে তাদের) খেজুর বাগানে অগ্নি সংযোগ করার এবং বৃক্ষগুলো কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। তখন (এর সমর্থনে) এই আয়াত নাযিল হয়,

ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فيأذن الله

‘তোমরা যে খেজুর গাছ কেটেছো কিংবা যেগুলো (না কেটে, না জ্বালিয়ে) মূলের উপর খাড়া রেখে দিয়েছো, তা তো আল্লাহরই হুকুমে ছিল’ [সূরা তুল হাশর: ৫]।” -সহিহ বুখারি ৩৮০৭
অন্য একটি হাদীসে এসেছে,

عن سليمان بن يسار قال: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسامة بن زيد على جيش، وأمره أن يُحرق في يُينا. - سنن سعيد بن منصور 2641: ط. ؛ قال المحقق شعيب الارنؤوط في تحقيق سنن أبي داوود (4\259، ط. دار الرسالة العالمية): وأخرجه مرسلًا كذلك سعيد بن منصور ... ورجاله ثقات رجال الشيخين. ويشهد للتحريق حديث ابن عمر السالف قبله. اهـ -

“সুলাইমান ইবনে ইয়াসার রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কে এক বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করে পাঠান এবং (ফিলিস্তিনের) উবনা এলাকায় অগ্নি সংযোগের নির্দেশ দেন।” - সুনানে সাইদ বিন মানসুর: ২৬৪১
আরেক হাদীসে এসেছে,

عن مكحول، أن النبي صلى الله عليه وسلم «نصب المجانيق على أهل الطائف». -المراسيل لأبي داود (ص: 392)، ط. ، قال المحقق د. عبد الله بن مساعد الزهراني: إسناده إلى مرسله صحيح. اهـ

“মাকতুল রহ. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ যুদ্ধে মানজানিক স্থাপন করেছিলেন।” - আলমারাসিল লিআবি দাউদ, পৃষ্ঠা: ৩৯২

..أن عمرو بن العاص نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية. -سنن البيهقي الكبرى (9/ 84)، الرقم: 17900، ط. مكتبة دار الباز - مكة المكرمة

“আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু (মিশরের) ইস্কান্দারিয়া যুদ্ধে মানজানিক ব্যবহার করেছেন।” -আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকি: ১৭৯০০

...أن جنادة بن أبي أمية الأزدي، وعبد الله بن قيس الفزاري، وغيرهما من ولاة البحر من بعدهم كانوا يرمون العدو من الروم وغيرهم بالنار، ويحرقونهم هؤلاء هؤلاء، وهؤلاء هؤلاء ". -سنن سعيد بن منصور (2/ 287)، الرقم: 2647، ط. الدار السلفية - الهند

“জুনাदा ইবনে আবু উমাইয়া আলআযদি রহ. এবং আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস আলফাযারি রহ.সহ তাদের পরবর্তী অন্যান্য নৌঅধিপতিগণ রোম ও অন্যান্য শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্নি নিষ্ক্ষেপ করতেন এবং অগ্নি সংযোগ করতেন। মুসলমানরা কাফেরদের বিরুদ্ধে করতো, কাফেররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে করতো।” -সুনানে সাইদ বিন মানসুর: ২৬৪৭

عن عبد الله بن قيس الفزاري، " أنه كان يغزو على الناس في البحر على عهد معاوية، وكان يرمي العدو بالنار ويرمونه ويحرقهم ويحرقونه، وقال: لم

يزل أمر المسلمين على ذلك " - سنن سعيد بن منصور (2/ 287)،

الرقم: 2648، ط. الدار السلفية - الهند

আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস আলফাযারি রহ. থেকে বর্ণিত, মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুহু শাসনকালে তিনি শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে নৌ-যুদ্ধের নেতৃত্ব দিতেন। তিনি শত্রুদের উপর অগ্নি নিক্ষেপ করতেন, শত্রুবাও করত। তিনি তাদের ওখানে অগ্নি সংযোগ করতেন, তারাও করতো।

তিনি বলেন, মুসলমানদের যুদ্ধ সবসময় এভাবেই চলে আসছে।” - সুনানে সাইদ বিন মানসুর: ২৬৪৮

ইমাম সারাখসি রহ. (৪৯০ হি.) বলেন,

ولا بأس للمسلمين أن يحرقوا حصون المشركين بالنار أو يغرقوها بالماء وأن ينصبوا عليها الجانيق، وأن يقطعوا عنهم الماء، وأن يجعلوا في مائهم الدم والعدرة والسم حتى يفسدوه عليهم. لأننا أمرنا بقهرهم وكسر شوكتهم؛ وجميع ما ذكرنا من تدبير الحروب مما يحصل به كسر شوكتهم، فكان راجعا إلى الامتثال، لا إلى خلاف المأمور. - شرح السير الكبير (ص: 1467)

“মুশরিকদের দুর্গ আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিতে কিংবা পানি দিয়ে ডুবিয়ে দিতে কোনো সমস্যা নেই। (দুর্গ ধ্বংস করার জন্য) মানজানিক স্থাপন করতেও সমস্যা নেই। পানি সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া, পানি দূষিত করার লক্ষ্যে পানিতে রক্ত, আবর্জনা এবং বিষ মিশিয়ে দেয়াতেও কোনো সমস্যা নেই। আমরা কাফেরদের পরাভূত করতে এবং তাদের শক্তি চূর্ণ করতে আদিষ্ট। উপরোক্ত যুদ্ধ কৌশলের সবগুলো এমন যে, এগুলোর মাধ্যমে বাস্তবেই তাদের শক্তি চূর্ণ হয়ে থাকে। তাই এ কাজগুলো শরয়ী নির্দেশের আনুগত্যের মধ্যেই পড়বে, নির্দেশ পরিপন্থী কিছু নয়।” - শারহুস সিয়ারিল কাবির: ১৪৬৭

এর দলিল উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন,

وأصل هذا فيما روي: أن النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -، سئل عن أهل الدار من المشركين، يبيتون فيقتل فيهم النساء والصبيان، فقال: هم منهم

وعهد رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - إلى أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أن يغير على أبي صباحا ثم يحرق.

وأشار سلمان - رضي الله عنه - إلى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -، أن ينصب المنجنيق على حصن الطائف فنصبه رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -

وأمر عمر أبا موسى الأشعري - رضي الله عنهما - وهو محاصر أهل تستر أن ينصب المنجنيق عليها، فنصبها أبو موسى .

ونصب عمرو بن العاص المنجنيق على إسكندرية حين حاصرها ...

وعن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: ركبنا البحر زمن معاوية - رضي الله تعالى عنه - ولقينا العدو فرميناهم بالخرقات.

ففررنا أنه لا بأس بذلك كله ما داموا ممتنعين، وإنما يكره الإحراق بالنار بعد الأخذ للأسير، على ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، أن النبي

- صلى الله عليه وآله وسلم -، بعث السرية وقال لهم: إن قدرتم على فلان فأحرقوه بالنار وكان نخس يزنيب - رضي الله عنها - ابنة رسول الله -

صلى الله عليه وآله وسلم - حتى أزلقت، ثم قال: إن قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه وإنما يعذب الله تعالى بالنار.

ولما بعث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، معاذ بن جبل - رضي الله عنه - إلى اليمن قال له: انظر فلانا، فإن أمكنك الله منه فأحرقه بالنار،

فلما ولى دعاه فقال: إني قلت لك ذلك وأنا غضبان. فإنه ليس لأحد أن يعذب بعذاب الله تعالى، ولكن إن أمكنك الله منه فاقتله.
ফেরনা أنه يكره إحراق المشركين بالنار بعد ما يقدر عليهم، فأما مع كونه ممتنعا فلا بأس به. - شرح السير الكبير (ص: 1468-1469)

“এর দলিল হলো:

বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাফল হারবের সে সকল মুশরিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যাদের উপর রাতের অন্ধকারে অতর্কিত আক্রমণ করা হয়, ফলে তাদের সাথে তাদের নারী-শিশুরাও মারা পড়ে? তিনি উত্তর দিলেন, তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। (অর্থাৎ, এমন অতর্কিত আক্রমণে মুশরিক পুরুষরা মারা পড়লে যেমন গুনাহ নেই, তেমনি তাদের নারী শিশু মারা পড়লেও গুনাহ নেই)।

এমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কে, (ফিলিস্তিনের) উবনায় অতর্কিত আক্রমণ করার এবং অগ্নি সংযোগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তায়েফের কেহ্লায় মানজানিক স্থাপনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি সে মুতাবেক মানজানিক স্থাপন করেন।

আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন তুসতুর অবরোধ করলেন, তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে মানজানিক স্থাপনের নির্দেশ দেন। নির্দেশ মতো তিনি মানজানিক স্থাপন করেন।

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুও ইস্কান্দারিয়া অবরোধকালে মানজানিক স্থাপন করেছেন।

সালামা ইবনে আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে আমরা নৌ-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমরা যখন শত্রুর মুখোমুখি হয়েছি, তাদের উপর অগ্নি নিক্ষেপ করেছি।

বুঝা গেল, তারা যতক্ষণ ‘মুমতানি’ তথা প্রতিরক্ষা শক্তির অধিকারী থাকবে, এই কাজগুলো করতে কোনো সমস্যা নেই। মাকরুহ হবে থ্রেফতার করার পর বন্দীকে পুড়িয়ে মারলে।

যেমন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাহিনী পাঠানোর সময় প্রথমে নির্দেশ দিলেন, তোমরা অমুককে পেলে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিবে। সে লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বহনকারী উটকে খোঁচা মেরে হাঁকিয়ে দিয়েছিল, ফলে তিনি পড়ে যান (এবং গর্ভপাত হয়ে যায়)। তবে পরে আবার বলে দিলেন, তোমরা তাকে পেলে হত্যা করবে, আগুন দিয়ে পোড়াবে না। আগুন দিয়ে শাস্তি দিবেন শুধু আল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যখন ইয়ামানে পাঠাচ্ছিলেন, নির্দেশ দিয়ে বললেন, অমুককে খোঁজ করবে। যদি আল্লাহ তাকে তোমার কন্ডায় এনে দেন, আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেবে। এরপর যখন তিনি রওয়ানা দিলেন, তখন বললেন, আমি আগের কথাটি যখন তোমাকে বলেছি, তখন আমি রাগান্বিত ছিলাম। আল্লাহর শাস্তি (আগুন) দিয়ে সাজা দেওয়া তো অন্য কারও জন্য মানায় না। (আগুন দিয়ে তাকে পুড়িও না) তবে আল্লাহ তায়াল্লা তাকে তোমার বাগে ফেললে তুমি তাকে হত্যা করে দিও।

বুঝা গেল, বাগে পাওয়ার পর মুশরিকদের আগুনে পুড়িয়ে মারা মাকরুহ। পক্ষান্তরে যখন সে ‘মুমতানি’ বা প্রতিরক্ষার অধিকারী তখন আগুন দিয়ে পোড়াতে সমস্যা নেই। -শারহুস সিয়ারিব কাবিব:
১৪৬৮-১৪৬৯

হিদায়া গ্রন্থকার আলী আলমারগিনানি রহ. (৫৯৩ হি.) জিহাদের নিয়ম উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

"ونصبوا عليهم المخانيق " كما نصب رسول الله عليه الصلاة ولاسلام على الطائف، " وحرقوهم " لأنه عليه الصلاة والسلام أحرق البيورة قال " وأرسلوا عليهم الماء وقطعوا أشجارهم وأفسدوا زروعهم " لأن في جميع ذلك إلحاق الكبت والغيط بهم وكسر شوكتهم وتفريق جمعهم فيكون مشروعاً. -الهداية 2\ 379-380، دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان

“তাদের বিরুদ্ধে মানজানিক স্থাপন করবে, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফের বিরুদ্ধে করেছিলেন। এবং অগ্নি সংযোগ করবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুয়াইরা এলাকায় অগ্নি সংযোগ করেছিলেন। (ডুবিয়ে দেয়ার জন্য বাঁধ ভেঙে) তাদের উপর পানি ছেড়ে দেবে, তাদের গাছপালা কেটে ফেলবে এবং তাদের ফসল ধ্বংস করে দেবে। কারণ, এ সবগুলোতে তারা লাঞ্চিত হবে, তাদের অন্তর্জালা বাড়বে, তাদের শক্তি চূর্ণ হবে এবং তাদের সংঘবদ্ধতা নষ্ট হবে। তাই এ সবই জায়েয।” -হিদায়া ২/৩৭৯-৩৮০

সুতরাং ধৃত ও থেফতারকৃত কাফেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারা নিষেধ হলেও, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা শক্তির অধিকারী কাফেরকে আগুন, যে কোনো প্রকারের আগ্নেয়াস্ত্র কিংবা যে কোনো ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়ায় হত্যা করাই বৈধ এবং কাম্য। এতে শরীয়তের কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

আরও দেখুন, আদুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার: ৪/১২৯; শারহ মুখতাসারি খলিল, খারশি: ৩/১১৩; তুহফাতুল মুহতাজ, ইবনে হাজার হইতামি: ৯/২৪২; আসনাল মাতালিব, যাকারিয়া আনসারি: ৪/১৯০; আলমুগনি, ইবনে কুদামা: ৯/২৮৭

فقط، والله تعالى أعلم بالصواب

-আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (উফিয়া আনহু)

০৭-০৬-১৪৪৩ হি.

১১-০১-২০২১ ঈ.

